দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

008

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাথমিক স্তরে আমাদের মান যে উন্নত নয় এ কোনো নতুন খবর নিশ্চই নয়। অগ্রগতির পরিবর্তে পশ্চাত যাত্রা যেন আমাদের প্রাইমারী শিক্ষার নিয়তির লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, জাতির শির দাঁড়াটি উঁচু করে রাখবার বুলি-বচন মুখে যতোই বুলন্দ আওয়াজে উচ্চারিত হচ্ছে, বাস্তবে এর ব্যাধিগ্রস্ত ছবিটা ততই ভয়ঙ্কর হয়ে জেগে উঠেছে। নিরক্ষরতা বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। দরিদ্র দেশের নিরক্ষরতা বৃদ্ধির হার বর্তমানে না-কি ৭০-৮০ লাখের মতো। প্রতীয়মান হয়, শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি ও সাক্ষরতা অভিযানের নামে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের ফাপানো বেলুনটি বাস্তবে চুপসেই গেছে, গর্ব করবার মতো আর কিছুই নেই অবশিষ্ট। তবু প্রচারণার ঢঙে কানা ছেলেটি পদ্মলোচন হয়ে আছে, এটাই বিস্ময়ের বলা হয় দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার মূলে নিরক্ষরতার অভিশাপই দায়ী। খাঁটি কথা, কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণে পরিকল্পিত বস্তুনিষ্ঠ উদ্যোগ প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় কি?

গোড়াতেই তো বিরাট গলদ। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বিরাজ করছে করুণ পরিস্থিতি। বছরে ড্রপ আউটের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশী দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ইন করতে না করতেই অর্ধেকটা আউট দারিদ্র্য প্রপীড়িত দশ কোটি মানুষের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে প্রবেশের সংখ্যাও তো উল্লেখ করবার মতো নয়। গরীবী দশা নিয়ে যারা আসে তারাও ঠাঁই পায় না। কুঁড়ি ফোটার আগেই বনফুলের মতো ঝরে যায়। অযন্ত অবহেলায়, দারিদ্র্যের কষাঘাতে যারা প্রতিকূল পরিবেশে কোন রকমে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত টিকে থাকে তারাও এক পর্যায়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। চলার শক্তি হারিয়ে মাঝ পথের ধূলো কাদায় মিশে যায়। বৈরী পরিবেশ আর্থিক অবস্থা ও নিয়মের নিগড়ে পড়ে ৭০/৮০ ভাগের ভাগ্যে জোটে বিদায়ের করুণ বিপর্যয়। উচ্চ শিক্ষার আলো তারা পায় না। আর এমন অবস্থায় শিক্ষা ক্ষেত্রের অগ্রগতির দুয়ারই রুদ্ধ হয় যায় বলতে হবে। কাগজ-কলমে ২২ বা ২৪ শতাংশের কথা বলা হয়। এ কথা সত্য হলেও এই হার নিয়ে গর্ব করার কি আছে। অথচ এ সময়ে প্রতিবেশী বর্মা, শ্রীলংকা, ভারত কত এগিয়ে গেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যিই জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমরা কেন পিছিয়েই যাচ্ছি। অগ্রগতি হবেই বা কেমন করে।

আমাদের শিক্ষার শুরুর ছবিটাতো হতাশাব্যঞ্জক। স্বাধীনতার শুরুতে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার এত বছর পর সেই সংখ্যাই রয়ে গেল। জ্যামিতিক হারে এর মধ্যে জনসংখ্যা বেড়ে দশ কোটির অংক ছেড়ে গেল অথচ স্কুল বাড়লো না। বর্তামানে প্রয়োজন আরও ২৫ হাজার প্রাইমারী স্কুলের। কিন্তু যেগুলো আছে সেগুলোও ঠিকমত চলছে না। বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্য শর্ত পূরণের তাগিদ যেন কিছুতেই অনুভূত হয় না। নিরক্ষরতার অভিশাপ কুরে কুরে খাচ্ছে আমাদের সমাজ জীবনকে। দরিদ্র বেকারীর সাথে কোলাকোলি করছে অন্তহীন হতাশা। শিরদাঁড়ার দিকে সজাগ নজর না পড়লে জাতীয় সর্বনাশের পথই তো খোলা, আমরা কি জেনে শুনে সে দিকেই ধাবমান?

—মোজহারুল হক (বাবুল)